২০১৪ সালে পরাজয়ের জন্য সোনিয়া-মনমোহন দায়ী: লিখে গেছেন প্রণব

২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজিবির কাছে হারের পর থেকে ভারতে লাগাতার শক্তিক্ষয় হয়ে চলেছে কংগ্রেসের। ২০২০ সালে– ৬ বছর পরও চিত্রটা এতটুকু বদলায়নি। সদ্য সমাপ্ত বিহার নির্বাচনেও খারাপ ফল হয়েছে দলের। দলের শীর্ষ নেতৃত্বকেই হারের জন্য দায়ী করেছেন বেশ কয়েকজন বিক্ষুব্ধ নেতা।

এবার আগামী বছর জানুয়ারিতে প্রকাশিত হতে চলা প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির বই ‘দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইয়ার্স’–এও এই বিষয়টিরই উল্লেখ করা হয়েছে। জানা গেছে, বইটিতে ২০১৪ সালের নির্বাচন হারের জন্য সরাসরি সোনিয়া গান্ধী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকেই দায়ী করেছেন প্রণব। শুধু তাই নয়, তার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরই যে দলের পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, সেকথাও লিখেছেন তিনি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম পাঁচ বছরের কাজের নিরিখে নরেন্দ্র মোদিকে ‘একনায়ক’ হিসেবেই ব্যাখা করেছেন তিনি।

শুক্রবার ছিল প্রয়াত রাষ্ট্রপতির ৮৫তম জন্মদিন। আর সেদিনই সামনে এলো ‘দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইয়ার্স’–এ লেখা প্রণব মুখার্জির এই বক্তব্য। বইয়ে তিনি লেখেন, ‘তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরেই কংগ্রেস দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সেসময় সোনিয়া গান্ধীও দলের রাশ নিজের হাতে রাখতে পারেননি।

এর সঙ্গেই তিনি ২০১৪ সালের নির্বাচনে হারের প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘কংগ্রেসের কিছু নেতা আমাকে বলেছিলেন যে, ২০০৪ সালে আমি প্রধানমন্ত্রী হলে ২০১৪ সালে কংগ্রেসকে এমন পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হত না। যদিও আমি এটা বিশ্বাস করি না। তবে আমার মনে হয়, আমি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর সোনিয়া গান্ধী দল সামলাতে সক্ষম হননি। অন্যদিকে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং সংসদে না থাকায় দলের সাংসদদের সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যার জন্যই এই ফলাফল হয়েছে।’

এখানেই শেষ নয়, বইটিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিং এবং

নরেন্দ্র মোদির প্রথম ইনিংসের কাজের পর্যালোচনাও করেছেন তিনি। মনমোহন সিং প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তার মনমোহন সিং জোটকে বাঁচাতেই বেশি সময় ব্যয় করেছিলেন, যা প্রশাসনের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলেছিল।’

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম পাঁচ বছরের কাজের নিরিখে নরেন্দ্র মোদিকে ‘একনায়ক’ হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। এখন দেখার বিষয় আগামী জানুয়ারিতে বইটি প্রকাশের পর আর ও কী কী বিষয় সামনে আসে।

সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন

এবার রেল যোগাযোগ অচলের হুমকি ভারতীয় কৃষকদের

কৃষক বিক্ষোভে উত্তপ্ত ভারতের রাজনীতি। কৃষকদের অনড় অবস্থানের কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। আন্দোলনরত কৃষকরা এবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে দাবি না মানলে সারা দেশের রেলপথ অবরোধ করা হবে।

একে একে সব সড়ক অবরুদ্ধ করে রাজধানী দিল্লি অচল করে দেওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে কৃষকরা। শীত উপেক্ষা করে দিনে দিনে বিক্ষোভের সুর আরও চড়ছে। এই অবস্থায় রেল পরিষেবা অচল করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন কৃষকরা।

সিংঘু সীমানায় আন্দোলনরত কৃষক নেতা বুটা সিং বৃহস্পতিবার হুমকির সুরে বলেন, “আমাদের দাবি আদায় না হলে, এবার রেল লাইনও অবরোধ করা হবে। খুব শিগগিরই ‘রেল রোকো’র দিন ঘোষণা করা হবে।”

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, ১২ ডিসেম্বর শনিবার দিল্লি-আগ্রা ও দিল্লি-জয়পুর হাইওয়ে অবরোধ করা হবে। এর পরেও দাবি না পূরণ হলে ১৪ ডিসেম্বর বিজেপি নেতা ও মন্ত্রীদের বাড়ি, দপ্তর ঘেরাও করবে কৃষকরা।

এদিকে কৃষক সংগঠনগুলোর আন্দোলনের সুর চড়ানোর মধ্যেই এদিন ফের আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর।

টুইটে তিনি বলেন, ‘নতুন কৃষি আইন নিয়ে কৃষক নেতাদের সঙ্গে খোলা মনে আলোচনায় কেন্দ্র রাজি। কৃষি আইন নিয়ে কৃষক নেতাদের মনে কোনো ধন্দ থাকলে, আমরা তা স্পষ্ট করবো।’

ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় দু’টি তেলক্ষেত্রে বোমা হামলা

ইরাকের দু’টি তেলকূপে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। উত্তরাঞ্চলীয় কিরকুক শহরের খাবাজ তেলক্ষেত্রের ওই দু’টি তেলকূপে বোমা হামলার পর চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

তেলক্ষেত্রের কর্মকর্তারা এবং নিরাপত্তা সূত্রগুলো বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বুধবার জানিয়েছে, দমকল বাহিনী আগুন নেভানোর জন্য কাজ করছে। এখন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেনি। প্রতিদিন ২৫ হাজার ব্যারেল তেল খাবাজ তেলক্ষেত্র থেকে উত্তোলন করা হয়।

তেলকূপে বোমা হামলার পেছনে উগ্রবাদী গোষ্ঠী জড়িত বলে স্থানীয় পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে ইরাকের শাফাক বার্তা সংস্থা।

আগামী বছর ১৩ লাখ গাড়ি উৎপাদন

করবে ইরান

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের গাড়ি নির্মাণ কোম্পানিগুলো আগামী বছরে ১৩ লাখ গাড়ি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। মার্কিন একতরফা নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও ইরান এই বিপুল পরিমাণ গাড়ি উৎপাদন করবে যা আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশি।

২০১৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান-বিরোধী নিষেধাজ্ঞা জোরদার করার পর ফ্রান্সের পেজো ও রেনো কোম্পানি ইরান থেকে চলে যায়। এরপর ইরানের ‘সায়পা’ ও ‘ইরান খোদরো’ স্থানীয় ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারীদের ইরান-মেড গাড়ি তৈরির জন্য কাছে টানে। এ দুটি হচ্ছে ইরানে গাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কোম্পানি।

সায়পা ও ইরান খোদরোর এই প্রচেষ্টায় যুক্ত হয় দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় এ দুটি কোম্পানিকে হাই-টেক যন্ত্রাংশ তৈরিতে সহযোগিতা দেয় যা সাধারণত এতদিন বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো।

স্থানীয় কার মার্কেটের তথ্যমতে- ইরান এখন অভ্যন্তরীণভাবে ১৫৪ রকমের গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরি করছে যা দেশের ৪০ কোটি ইউরো সমপরিমাণ অর্থ বাঁচিয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি এ দুটি কোম্পানিতে এক লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া, গাড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কারখানায় কাজ করছে আরো সাত লাখ ইরানি নাগরিক।

গাড়ি নির্মাণ খাত হচ্ছে ইরানের জ্বালানি খাতের পরেই দ্বিতীয় প্রধান অথনৈতিক খাত। এখান থেকে ইরানের জিডিপরি শতকরা ১০ ভাগ অর্থ আসে এবং মোট কর্মসংস্থানের শতকরা চার ভাগ রয়েছে গাড়ি শিল্প খাতে। সূত্র: পার্সটুডে।

১০০ দিনে ১০ কোটি মানুষকে টিকা দেবে আমেরিকা!

দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই ১০ কোটি ডোজ করোনাভাইরাসের টিকা দেওয়ার টার্গেট নিয়েছেন আমেরিকার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

মঙ্গলবার দিলওয়ারে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। খবর বিবিসির।

বাইডেন বলেন, “আমার প্রথম ১০০ দিনে করোনাভাইরাস নিঃশেষ হয়ে যাবে না। আমি সেই প্রতিশ্রুতি আপনাদের দিতে পারব না। খুব দ্রুত যেমন এ পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, রাতারাতি আমরা এখান থেকে বের হতেও পারব না। তবে আমার প্রথম ১০০ দিন সংক্রমণের (করোনাভাইরাস) প্রাদুর্ভাব কমে যাবে এবং আমেরিকানদের জীবনেও পরিবর্তন আসতে শুরু করবে।”

ক্ষমতা নেওয়ার প্রথম ১০০ দিন সবাইকে মাস্ক পরারও আহ্বান জানান বাইডেন। এই সময়ে স্কুল-কলেজও খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে জানান তিনি।

সংবাদ ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল জেভিয়ার বেসেরাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন বাইডেন। জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে তাকেই পছন্দ নতুন প্রেসিডেন্টের। আর রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) প্রধান হিসেবে রোচেল ওয়ালেনস্কির নাম ঘোষণা করা হয়।

হংকং ইস্যুতে চীনের ১৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ফরাসি গোয়েন্দা বিমান

বাল্টিক সাগরের আকাশে আমেরিকা ও ফ্রান্সের একাধিক গোয়েন্দা বিমানকে তাড়িয়ে দিয়েছে রাশিয়ার ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিমান সুখোই এস-৩০।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাল্টিক সাগরের আকাশে আমেরিকা ও রাশিয়ার দু’টি জঙ্গিবিমান ও একটি মার্কিন জ্বালানি সরবরাহকারী বিমানকে শনাক্ত করে সেগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাশিয়ার বার্তা সংস্থা স্পুৎনিক এ খবর জানিয়ে বলেছে, দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সোমবার বাল্টিক সাগরের আকাশে এমন কিছু লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করে যেগুলো রাশিয়ার আকাশসীমার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

রাডার ব্যবস্থায় এসব চলমান লক্ষ্যবস্তু ধরা পড়ার পর রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় বিমান বহরের একটি সুখোই এস-৩০ যুদ্ধবিমান আকাশে উড্ডয়ন করে এবং লক্ষ্যবস্তুগুলোর দিকে এগিয়ে যায়।

রুশ যুদ্ধবিমানটি আকাশে মার্কিন বিমান বাহিনীর আরসি-১৩৫ মডেলের একটি গোয়েন্দা বিমান, কেএস-১৩৫ মডেলের একটি জ্বালানি সরবরাহকারী বিমান এবং ফ্রান্সের সি-১৬০ মডেলের একটি গোয়েন্দা বিমানের সন্ধান পায়।এ অবস্থায় সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমানটি আমেরিকা ও ফ্রান্সের বিমানগুলোকে তাড়া করে এবং তাদেরকে বাল্টিক সাগরের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়ে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

তুরস্কের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির পরিকল্পনা জোরদার

তুরস্কের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির পরিকল্পনা আরো জোরদার হচ্ছে। আগামী ১০ ডিসেম্বর ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইউরোপের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

গত অগাস্ট মাস থেকে গ্রিস এবং তুরস্কের মধ্যে বিতর্ক চলছে।

ভূমধ্যসাগরের একটি অংশে খনিজ তেলের সন্ধান মিলেছে। কী ভাবে সেই উত্তোলন করা সম্ভব তা দেখার জন্য সেখানে জাহাজ পাঠিয়েছে তুরস্ক। কিন্তু গ্রিসের দাবি ওই এলাকা তাদের। ফলে দ্রুত তুরস্ককে জাহাজ সরিয়ে নিতে বলে তারা। গত চার মাসে তুরস্ক একবারই কেবল ভূমধ্যসাগরের ওই এলাকা থেকে জাহাজ সরিয়েছিল। কিন্তু তারপর আবার তারা সেখানে জাহাজ পাঠায়।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেফ তাইয়েপ এরদোয়ান জানিয়েছিলেন, তেল উত্তোলনের পরীক্ষা জারি থাকবে। কারো নিষেধ তুরস্ক মানবে না, কারণ ওই এলাকা গ্রিসের নয়।

উরোপীয় ইউনিয়ন দীর্ঘদিন ধরেই এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছে। গ্রিসের পাশাপাশি তারাও তুরস্ককে জাহাজ সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তুরস্ক তাতে কান দেয়নি। ইইউ চেষ্টা করেছিল গ্রিস, তুরস্ক এবং সাইপ্রাসকে একসঙ্গে বসিয়ে বৈঠক করার। কিন্তু তাও সফল হয়নি। এই পরিস্থিতিতেই সোমবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে একটি বৈঠক হয়, সেখানে তুরস্কের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাইকো মাস বলেন, তুরস্ক যে আচরণ করছে, তাতে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা না চাপিয়ে আর কোনো উপায় নেই। আগামী ১০ তারিখ ফের বৈঠকে বসবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা। সেখানেই সিদ্ধান্ত হতে পারে। ফ্রান্সও চাইছে ইইউ তুরস্কের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করুক।

নিষেধাজ্ঞা চাপলে তুরস্কের সঙ্গে অস্ত্রের ব্যবসা বন্ধ হতে পারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের। তেল এবং খনিজের উপরেও নিষেধাজ্ঞা চাপানো হতে পারে।

এরদোয়ান অবশ্য সোমবারেই বলেছেন গ্রিসের সঙ্গে বৈঠকে বসতে তিনি রাজি। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিষয়টিকে অন্ধের মতো দেখছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তার বক্তব্য, বিতর্কটি নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে আচরণ করছে, তা আশাব্যঞ্জক নয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বাইডেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছ থেকে ক্ষমতা বুঝে নেবেন আগামী ২০ জানুয়ারি। এরই মধ্যে জানা গেছে, জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে ফলাফল পাল্টে দিতে জর্জিয়ার গভর্নরকে চাপ দিচ্ছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প ওই বিষয়ে বেশ কয়েকটি টুইটও করেছেন। জর্জিয়ার গভর্নর ব্রায়ান কেম্প ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির রাজনীতিবিদ। ট্রাম্প ব্রায়ানকে রাজ্য আইসভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানিয়েছেন।